

চাণক্য নীতি



ভার্য্য মেবাদ্রীম সঙ্ঘ ।

MAHAPRAGNA BIDUR-NITI O
CHANAKYA-NITI
BY SWAMI ARUNANANDA
Price: Rs. 100.00
ISBN: 978-93-84965-74-7

প্রকাশক:

স্বামী সারস্বতানন্দ
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ২১১, রাসবিহারী
এভিনিউ বালিগঞ্জ, কোলকাতা-১৯
মোবাইলঃ ৯২৩১৮৭৮১১১

প্রথম সংস্করণ: শ্রীশ্রীদুর্গাষ্টমী, ২০১৯

মুদ্রক:



Beautyofveda.blogspot.Com

চাণক্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী

বিদূর-নীতির ন্যায় মহাপ্রাজ্ঞ চাণক্যের নীতিও জগতে বিখ্যাত। ইহাতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জগতের সমস্ত মানুষেরই বহু শিক্ষণীয় বিষয় আছে। এই নীতিগুলি অভ্যাস ও অনুসরণ করিতে পারিলে সকলেরই বিশেষ কল্যাণ হইবে।

কথিত আছে-পাঞ্জাবের অন্তর্গত তক্ষশীলা নামক স্থানে চণক ঋষির ঔরসে মহামতি চাণক্য জন্মগ্রহণ করেন। চণক ঋষির পুত্র বলিয়াই তাঁহার নাম হইয়াছে -চাণক্য। মহামতি চাণক্য বহু শ্লোকে পূর্ণ একখানি সুন্দর নীতি-শাস্ত্র হইয়াছে রচনা করেন। তাহা ছাড়া "বিষ্ণুসিদ্ধান্ত" নামক একখানি উৎকৃষ্ট জ্যোতিষশাস্ত্রও রচনা করেন। তাঁহার রচিত 'কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র'ও জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ। প্রবাদ আছে-যে-পণ্ডিত চাণক্য তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য কুশ সংগ্রহ করিতে কুশবনে গিয়াছিলেন। যেখানে তাঁহার পদতলে কুশমূল বিদ্ধ হওয়ায় পদতল রক্তাক্ত হয়। পদতল ক্ষত হওয়ায় পিতৃশ্রাদ্ধকার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। তাহাতে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কুশসকল ধ্বংস করিবার জন্য কুশগুচ্ছ উত্তোলন এবং কুশমূলে মিষ্ট গুড় প্রদান করিতে থাকেন। যাহাতে পিপড়া আসিয়া কুশ সকলকে সমূলে ধ্বংস করে।

তখন মগধের রাজা ছিলেন মহারাজ নন্দ। নন্দরাজ অতিশয় ক্রুর প্রকৃতির ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম মহাপদ্ম। মুরা নামে রাজা মহাপদ্মের এক দাসী ছিল। মুরার গর্ভে রাজা মহাপদ্মের ঔরসে চন্দ্রগুপ্তের জন্ম হয়। পিতার মৃত্যুর পর মহারাজ নন্দ, মুরা এবং চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। সেই সময় গ্রীকরাজ আলেকজান্ডার সৈন্যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তখন চন্দ্রগুপ্ত ছদ্মবেশে গ্রীক সৈন্যদের মধ্যে মিশিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেন।

চন্দ্রগুপ্ত যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হইলেন এবং চরিত্রবলে সকলেরই প্রিয় হইয়া উঠিলেন। মহারাজ নন্দ অত্যন্ত উদ্ধত প্রকৃতির বলিয়া প্রজাপুঞ্জ তাঁহার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল। শকটার ও রাক্ষস নামে মহারাজ নন্দের দুইজন মন্ত্রী ছিলেন।

কথিত আছে মহারাজ নন্দ কোন কারণে মন্ত্রী শকটার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার স্ত্রী-পুত্রকে বন্দী করিয়া কারাগারে অনাহারে রাখিয়া মারিয়া ফেলেন। দৈববলে শকটারের প্রাণ রক্ষা হয়। শকটার তখন হইতেই মহারাজ নন্দের এই

চাণক্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী

অমানুষোচিত কর্মের প্রতিশোধ লইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন।

মহারাজ নন্দের বার্ষিক পিতৃশ্রাদ্ধের পূর্বে মন্ত্রীদ্বয় সকলকে নিমন্ত্রণ একজন কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকায় করিতেছিলেন। পথিমধ্যে শকটার দেখিতে পাইলেন ব্রাহ্মণ একান্ত মনে কুশমূল উৎপাটন পূর্বক তাহাতে মিষ্ট গুড় প্রদান করিতেছেন এবার তোমাদের শিক্ষা হইল তো? আমি চাণক্য শর্মা-এবং বলিতেছেন আমার শুভকার্যে বাধা!

শকটার চাণক্য ব্রাহ্মণের কার্যকলাপ দেখিয়া চিন্তা করিলেন এই ব্রাহ্মণ দ্বারাই আমার প্রতিশোধ লওয়া সম্ভব হইবে। তিনি ব্রাহ্মণ চাণক্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন- প্রভো, আপনার কর্মপদ্ধতি দেখিয়া বুঝিতেছি আপনি একজন মহাপুরুষ এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণ। আমি যথাসম্মতি আপনার হিত করিতে চেষ্টা করিব। আমার নাম - শকটার, আমি মহারাজ নন্দের মন্ত্রী। আগামীকাল মহারাজ নন্দের বার্ষিক পিতৃশ্রাদ্ধ। রাজার পক্ষ হইতে আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করিতেছি -আগামীকাল যথাসময়ে আপনি রাজভবনে উপস্থিত হইয়া মহারাজের পিতৃশ্রাদ্ধে পৌরহিত্য করিবেন। চাণক্য সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া পরদিন যথাসময়ে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া পুরোহিতের আসন গ্রহণ করিলেন।

এদিকে মহারাজ নন্দ শ্রাদ্ধকালে রাজসভায় আসিয়া পুরোহিতের আসনে একজন কদাকার ব্রাহ্মণকে উপবিষ্ট দেখিয়া ভীষণ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে তিরস্কার পূর্বক তাঁহার শিখা ধরিয়া টানিয়া আসন হইতে উঠাইয়া দিলেন। ইহাতে পণ্ডিত চাণক্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ শিখায় হাত দিয়া বলিলেন "মহারাজ, আমি শিখা উন্মোচন করিলাম, কিন্তু নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া পুনরায় শিখা বন্ধন করিব। তৎপূর্বে নয়।" এই কথা বলিয়া অপমানিত ক্রুদ্ধ চাণক্য তথা হইতে দ্রুত প্রস্থান করিলেন। অপমানিত চাণক্য রাজসভা হইতে বাহির হইয়া মন্ত্রী শকটারের সাহায্যে চন্দ্রশুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। চন্দ্রশুপ্তের সহিত গুপ্ত পরামর্শ করিয়া চাণক্য শ্লেচ্ছরাজ পর্বতকের সহিত মিলিত হইয়া কূটবুদ্ধি-কৌশলে নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া চন্দ্রশুপ্তকে মগধের রাজা করিলেন। চন্দ্রশুপ্তের মাতার নাম অনুসারে (মুরা) রাজ্যের নাম রাখিলেন- "মৌর্যরাজ্য"। পরে কূট কৌশলে শ্লেচ্ছরাজ পর্বতককেও নিহত করিয়া চন্দ্রশুপ্তকে নিরাপদ করেন।

মহামতি চাণক্য ছিলেন মহারাজ চন্দ্রশুপ্তের প্রধানমন্ত্রী এবং বুদ্ধি ও পরামর্শদাতা। তাঁহারই ক্ষুরধার কূটবুদ্ধি এবং সময়োপযোগী পরামর্শে চন্দ্রশুপ্ত সুশৃঙ্খলভাবে তাঁহার রাজত্ব পরিচালনা করিতেন।

মহাপণ্ডিত চাণক্যের নীতিসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল-

চাণক্য নীতি

এই জগতে শ্রেষ্ঠ কে?

**বিদ্বত্ত্বঞ্চ নৃপতঞ্চ নৈব তুলাং কদাচন। স্বদেশে
পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে।। ১**

সরলার্থঃ- একজন বিদ্বান জ্ঞানী ব্যক্তি এবং দেশের রাজা কখনও সমতুল্য নহেন। কারণ রাজা শুধু নিজ দেশেই সম্মান বা পূজা পাইয়া থাকেন; কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি জগতের সর্বত্রই পূজা অর্থাৎ সম্মান পান। সুতরাং রাজা অপেক্ষা বিদ্বান জ্ঞানী ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ।।

**কিং কুলেন বিশালেন বিদ্যাহীনস্য দেহিনঃ।
অকুলীনোহপি শাস্ত্রজ্ঞো দৈবতৈরপি পূজ্যতে।। ২**

সরলার্থঃ- উচ্চকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াও বিদ্যাহীন হইলে তাহার কোন লাভ হয় না অর্থাৎ সে কোথাও সম্মান লাভ করিতে পারে না। কিন্তু নীচকূলে জন্মিয়াও শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিলে দেবতারাও তাহাকে সম্মান করিয়া থাকেন। আর লোকসমাজে তো তিনি অবশ্যই সম্মানিত হইয়া থাকেন।

**রূপযৌবনসম্পন্ন্য বিশালকুলসম্ভবাঃ। বিদ্যাহীনা
ন শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ।। ৩**

সরলার্থঃ- শিমূল ফুল গন্ধবিহীন বলিয়া দেখিতে সুন্দর হইলেও তাহাকে কেহ আদর করে না। সেইরূপ উচ্চবংশজাত, সুন্দর পুরুষ জ্ঞানহীন মূর্খ হইলে তাহাকেও কেহই সম্মান করে না।

শব্দরীভূষণং চন্দ্রো নারীনাং ভূষণং প্রতিঃ।
পৃথিবীভূষণং রাজা বিদ্যা সর্বস্য ভূষণম্॥ ৪

সরলার্থঃ- রাত্রির শোভা চন্দ্র, স্ত্রীর ভূষণ হইতেছে তাহার স্বামী, পৃথিবীর অলঙ্কার রাজা, আর বিদ্যা সকলেরই ভূষণ। অতএব বিদ্বান ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ।

অবিদ্যাং জীবনং শূন্যং দিশূন্যা চ অবাক্কাবাঃ।
পুত্রহীনং গৃহং শূন্যং সর্বশূন্যা দরিদ্রতা॥ ৫

সরলার্থঃ- বিদ্যাহীনের জীবনে কোন ফল নাই, মিত্রহীনের পক্ষে সকল দিক শূন্যময়। পুত্রহীনের গৃহই শূন্য এবং দরিদ্রের পক্ষে সকল জগতই শূন্য।

কামধেনু সমা বিদ্যা হ্যাকালে ফলদায়িনী। প্রবাসে
মাতৃতুল্যা চ বিদ্যা গুপ্তধনং স্মৃতম্॥ ৬

সরলার্থঃ- বিদ্যা কামধেনুর ন্যায় অর্থাৎ সব সময়ই ঐক্ষিত ফল প্রদান করিয়া থাকে। বিদ্যা মাতার ন্যায় বিদেশেও পালন করে। বিদ্যা অতি গুপ্তধন, তাহাকে কেহই চক্ষে দেখিতে পায় না।

জ্ঞাতিভিবন্ত্যতে নৈব চৌরেণাপি ন নীয়তে। দানে
নৈব ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্নং মহাধনম্॥ ৭

সরলার্থঃ- বিদ্যা জ্ঞাতির ভাগ করিয়া লইতে সমর্থ হয় না। চোরেও বিদ্যা চুরি করিয়া লইতে পারে না। বিদ্যা দানে ক্ষয়প্রাপ্ত না হইয়া বরং বর্দ্ধিতই হয়। অতএব বিদ্যাই হইতেছে শ্রেষ্ঠ ধন।

পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্বমূর্খে দোষা হি কেবলম্।
তস্মামূর্থসহস্রেভ্যঃ প্রাজ্ঞ একো বিশিষ্যতে॥ ৮

সরলার্থঃ- পণ্ডিত বা বিদ্বান ব্যক্তির সকলই গুণ আর মূর্খের দোষই সকল। সেইজন্য সহস্র সহস্র মূর্থ অপেক্ষা একজন পণ্ডিতই শ্রেষ্ঠ।

নমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণিনো জনাঃ।

শুঙ্কং কাষ্ঠঞ্চ মূৰ্খশ্চ ভিদ্যতে ন তু নম্যতে।। ৯

সরলার্থঃ- ফলবান বৃক্ষ ফলভারে নত হয়। গুণী ব্যক্তিগণও নিজগুণে বিনত হইয়া থাকেন। কিন্তু শুঙ্ক কাঠ এবং মূৰ্খ ব্যক্তি ভাঙিয়া যাইবে, তথাপি নত হইবে না।।

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ। আত্মবৎ

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।। ১০

সরলার্থঃ- পরস্ট্রীকে যিনি নিজ মাতার মত জ্ঞান করেন এবং অপরের জিনিসকে যিনি মাটির ঢিলের মত অবজ্ঞা করেন এবং সকল প্রাণীকেই যিনি নিজের মতন ভালবাসেন তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত।।

কোহর্থঃ পুত্রজাতেন যো ন বিদ্বান্ ন ধার্মিকঃ।

কাণেন চক্ষুষা কিংবা চক্ষুঃ পীড়ৈব কেবলম্।। ১১

সরলার্থঃ- পুত্র যদি বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্মার্জন না করে, সেরূপ পুত্রের জন্মগ্রহণে ফল কি? অন্ধের চক্ষু দ্বারা ই বা কি লাভ? এইরূপ পুত্র শুধু দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে।।

বরমেকো গুণী পুত্রো ন চ মূৰ্খশৈতৈরিপি।

একশ্চন্দ্রস্তমো হস্তি ন চ তারাগণৈরিপি।। ১২

সরলার্থঃ- শত মূৰ্খ পুত্র অপেক্ষা বরং একটি গুণবান পুত্রও ভাল। আকাশে অসংখ্য তারকা অন্ধকার দূর করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু একটি চন্দ্রই জগতের অন্ধকার দূর করিয়া থাকে। সুতরাং একটি গুণবান বিদ্বান পুত্রই বরং শ্রেষ্ঠ।।

লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ। প্রাপ্তে তু

ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ।। ১৩

সরলার্থঃ- পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত পুত্রকে সযত্নে লালন-পালন করিবে। তৎপরে ছয় থেকে দশ বৎসর অর্থাৎ পনের বৎসর পর্যন্ত শাসনে রাখিবে। আর ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলে পুত্রের সঙ্গে মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করিবে। তবেই সে যথার্থ মানুষ হইবে।।

লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ। তস্ম্যাৎ
পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়য়েন্নতু লালয়েৎ॥ ১৪

সরলার্থঃ- সন্তানকে অতি আদর যত্ন সব সময় করিলে তাহাতে বহু দোষই হইয়া থাকে। কিন্তু শাসনে বহু গুণ হয়। সেজন্য পুত্র ও শিষ্যকে সর্বদা শাসনেই রাখিবে। অতি আদরে নহে।।

একেনাপি কুবৃক্ষেণ কোটরস্থেন বহিনা। দহাতে
তদ্বনং সর্বং কুপুত্রেণ কুলং যথা॥ ১৫

সরলার্থঃ- একটি কু-বৃক্ষের কোটরস্থ অগ্নিতে যেমন সমস্ত বন-জঙ্গল পড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়, তেমনি একটি অসৎ পুত্রের দ্বারা সমস্ত বংশ ধ্বংস হয়।।

একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বাস্যতে তদ্বনং সর্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা॥ ১৬

সরলার্থঃ- একটি সুগন্ধি-পুষ্পযুক্ত বৃক্ষ যেরূপ সমস্ত বনকে পুষ্প-সৌরভে আমোদিত করে, সেইরূপ বংশে একটি বিদ্বান ও গুণী পুত্র জন্মিলে তাহার দ্বারা সমস্ত বংশ গৌরবান্বিত হয়।।

দূরতঃ শোভতে মূর্খো লম্বশাটপটাবৃতঃ। তাবচ্চ
শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে।। ১৭

সরলার্থঃ- মূর্খ সুন্দর পোষাকে ভূষিত হইয়া কথা না বলা পর্যন্তই দূর হইতে শোভা পায়। কিন্তু কথা বলিলেই তাহার মূর্খতা প্রকাশ পায়। তাহার সৌন্দর্যের গৌরব আর থাকে না।

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।

রাজদ্বারে শ্মশানে চয় স্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।। ১৮

সরলার্থঃ- যিনি সর্বদা সুখে ও দুঃখে, সম্পদে ও বিপদে; দুর্ভিক্ষে ও রাজ্যের নানারূপ উৎপাতকালে, আদালতে বিচার-ক্ষেত্রে এবং মৃত্যুতে শ্মশানে উপস্থিত থাকিয়া নানাভাবে সাহায্য ও সহায়তা করেন। অর্থাৎ যিনি সুখে-দুঃখে সর্বদা সাথী ও সাহায্যকারী তিনিই প্রকৃত বন্ধুপদবাচ্য।।

বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্।

নীচাদপ্যুত্তমং জ্ঞানং স্তীরত্বং দুষ্টলাদপি।। ১৯

সরলার্থঃ- বিষের মধ্যে অমৃত থাকিলে তাহা তুলিয়া লইবে; অস্থানেতেও স্বর্ণ পাইলে তাহা গ্রহণ করিবে। নীচ জন হইতেও উত্তম জ্ঞান আহরণ করিবে এবং হীন বংশ হইতেও সুলক্ষণা সুন্দরী কন্যা আনিবে।।

পরোক্ষে কার্যাহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্।

বর্জয়েত্তাদৃশং মিত্রং বিষকুন্তং পয়োমুখম্।। ২০

সরলার্থঃ- অসাক্ষাতে কার্য নষ্টকারী এবং সম্মুখে মিষ্টভাষী- এইরূপ ব্যক্তিকে উপরে দুষ্ক আচ্ছাদিত বিষপূর্ণ কলসীর ন্যায় তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিবে।।

ক্রয়তাং ধর্মসর্বস্বং শ্রদ্ধা চা হৃদি ধার্যাতাম্।

আত্মনঃ প্রতিকুলানি ন পরেযাং সমাচরেৎ।। ২১

সরলার্থঃ- সর্ব-ধর্মের সারার্থ শ্রবণ করিবে এবং তাহা স্মরণে রাখিবে। অন্যের ব্যবহারে নিজে যে বেদনা পাইয়াছ, সেইরূপ ব্যবহার কখনও অন্যের প্রতি করিবে না ইহাই শাস্ত্রত ধর্ম।।

নির্গুণেশ্বরপি সন্তোষু দয়া কুবন্তি সাধবঃ।

নহি সংহরতে জ্যোৎস্নাং চন্দ্রশচণ্ডালবেশ্মনি।। ২২

সরলার্থঃ- চন্দ্র যেরূপ চণ্ডালের গৃহেও আলোক বিতরণ করিতে কুণ্ঠিত হন না, সেইরূপ সাধুগণ গুণহীন অসৎ লোককেও দয়া করিতে দ্বিধা করেন না।।

বিদ্যা মিত্রং প্রবাসেষু মাতা মিত্রং গৃহেষু চ।

ব্যাদিতসৌমধং মিত্রং ধর্মো মিত্রং মৃতস্য চ।। ২৩

সরলার্থঃ- বিদেশে বিদ্যাই মিত্রের ন্যায় কাজ করে। আর গৃহে জননীই পরম মিত্রের কার্য করিয়া থাকেন। রোগী ব্যক্তির ঔষধই প্রকৃত বন্ধু; আর মৃত ব্যক্তির ধর্মই একমাত্র বন্ধু।।

দুর্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈতদ্বিশ্বাসকারণম্। মধু

তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদয়ে তু হলাহলম্।। ২৪

সরলার্থঃ- দুর্জন ব্যক্তি প্রিয় বাক্য বলিলেও তাহাকে বিশ্বাস করা উচিত নহে। কারণ সে মুখে মিষ্টভাষী, কিন্তু অন্তরে অন্তরে তাহার অপরের অনিষ্ট চিন্তারূপ বিষে পরিপূর্ণ। সুতরাং তাহাকে কখনও বিশ্বাস করা যায় না।।

সর্পঃ কুরঃ খলঃ কুরঃ সর্পাৎ কুরতরঃ খলঃ।

মন্ত্রৌষধিবশঃ সর্পঃ খলঃ কেন নিবার্যতে।। ২৫

সরলার্থঃ- সর্প ভয়ানক নিষ্ঠুর, সেইরূপ দুর্জন ব্যক্তিও ভীষণ নিষ্ঠুর। কিন্তু সর্প হইতেও দুর্জন ব্যক্তি অধিকতর নিষ্ঠুর। কারণ সর্পকে মন্ত্র ও ঔষধ দ্বারা বশীভূত করা যায়। কিন্তু দুর্জনকে কোনমতেই বশীভূত করা যায় না।

**দুর্জনঃ পরিহৃত্যো বিদ্যালঙ্কৃতোহপি সন্।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ।। ২৬**

সরলার্থঃ- বহু মূল্যবান মনিতে ভূষিত হইলেও সর্প যেমন ভয়ঙ্কর, বিদ্যায় শোভিত হইলেও দুর্জন ব্যক্তিও সেইরূপ ভয়ঙ্কর। প্রাণভয়ে হিংস্র সর্পের নিকট যেমন কেহ যায় না, সেইরূপ দুর্জনের নিকটও বুদ্ধিমান ব্যক্তির যাওয়া উচিত নহে।।

**তাজ দুর্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমম্। কুরু
পুণ্যমহোরাত্রং স্বর নিত্যমনিত্যতাম্।। ২৭**

সরলার্থঃ- অসৎ সংসর্গ সর্বদা পরিত্যাগ করিবে। সর্বদা সাধুসঙ্গ করিবে। সর্বদা পুণ্যজনক কর্ম করিবে এবং সংসারের অনিত্যতা অর্থাৎ ক্ষণস্থায়িত্ব সর্বদা চিন্তা করিবে।।

**বিদ্যার্থীহ ত্যজেৎ ভোগং ভোগার্থী জ্ঞানলালসাম্।
ভোগার্থিনঃ কুতো বিদ্যা ভোগো বিদ্যার্থিনঃ কুতঃ।। ২৮**

সরলার্থঃ- সংসারে বিদ্যা অর্জন করিতে হইলে তখন ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিবে। আর ভোগ অর্থাৎ বিলাসিতা করিতে চাহিলে তখন জ্ঞানার্জনের আশা করিবে না। কারণ ভোগলিপ্সু ব্যক্তির বিদ্যালাভ হয় না। আর জ্ঞানলাভেচ্ছ ব্যক্তির ভোগবাসনা ত্যাগ করিতে হয়।।

**যথা খাত্তা খনিত্রেণ ভূতলে বারি বিন্দতি। তথা
গুরুগতাং বিদ্যাং শুশ্রুষুরধিগচ্ছতি।। ২৯**

সরলার্থঃ- খন্টা দ্বারা খনন করিলে যেমন মাটির নীচে জল পাওয়া যায়, সেইরূপ গুরুদেবকে সেবা-শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে যথার্থ বিদ্যালাভ করা যায়।।

শব্দরীভূষণং চন্দ্রো নারীনাং ভূষণং প্রতিঃ।
পৃথিবীভূষণং রাজা বিদ্যা সর্বস্য ভূষণম্॥ ৪

সরলার্থঃ- রাত্রির শোভা চন্দ্র, স্ত্রীর ভূষণ হইতেছে তাহার স্বামী, পৃথিবীর অলঙ্কার রাজা, আর বিদ্যা সকলেরই ভূষণ। অতএব বিদ্বান ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ।

ধনধান্য-প্রয়োগেযু তথা বিদ্যাগমেষু চ। আহারে
ব্যবহারে চ ত্যক্তলজ্জঃ সদা ভবেৎ॥ ৩০

সরলার্থঃ- ধন ও ধান্য বিনিময় অর্থাৎ আদান-প্রদান করিবার সময়, বিদ্যা অভ্যাসের সময়, আহার করিবার সময় এবং লৌকিক আচারে সর্বদা লজ্জা ত্যাগ করিতে হয়।।

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজীবন-যৌবনম্।
চলাচলমিদং সর্বং কীর্তির্যস্য স জীবতি॥ ৩১

সরলার্থঃ- মানুষের মন, ধন, জীবন ও যৌবন- সকলই অস্থির অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু গুণী ব্যক্তি সংকার্য করিয়া কীর্তি অর্জন করিলে তাহা চিরকাল থাকে অর্থাৎ তাহার সুনাম চিরদিনই বর্তমান থাকে।।

পুস্তকস্থা চ যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্।
কার্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্॥ ৩২

সরলার্থঃ- যে বিদ্যা পুস্তকে লেখা আছে, অথচ নিজে তাহা অভ্যাস বা শিক্ষা করে নাই এবং যে ধন অপরের নিকট আছে, নিজের কাছে নাই; সেই বিদ্যা অথবা ধন-সম্পদ প্রয়োজনের সময় কোন কাজেই লাগে না। ঐক্লপ বিদ্যা ও ধন থাকা আর না থাকা উভয়ই সমান।।

হেলা স্যাৎ কার্যনাশায় বুদ্ধিনাশায় নিঃস্বতা। যাজ্ঞা স্যান্মাননাশায় সর্বনাশায় কুক্রিয়া।। ৩৩

সরলার্থঃ- মানুষের নিজের অবহেলায় কর্ম নষ্ট হয়। অন্যের নিকট অর্থ ভিক্ষা করিলে তাহার সম্মান নষ্ট হয়। আর পাপ কর্ম করিলে তাহার সমস্তই নষ্ট হয়। অতএব এইরূপ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ।।

আয়ুষঃ ক্ষণ একোহপি ন লভ্যঃ স্বর্ণকোটিভিঃ। ন চেন্নিরর্থকং নীতঃ কা চ হানিস্তুতোহধিকা।। ৩৪

সরলার্থঃ- মানুষের পরমায়ু অমূল্য বস্তু। তাহা অবহেলায় ক্ষণকালও নষ্ট করিলে বহু কোটি স্বর্ণ মুদ্রা দ্বারাও তাহাকে আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না। অতএব এইরূপ অমূল্য জীবন সমস্তই যদি বৃথাই অবহেলায় চলিয়া যায়, তাহা হইলে তদপেক্ষা ক্ষতি আর কি হইতে পারে?

প্রথমে নার্জিতা বিদ্যা দ্বিতীয়ে নার্জিতং ধনম্। তৃতীয়ে নার্জিতং পুণ্যং চতুর্থ্যে কিং করিষ্যতি।। ৩৫

সরলার্থঃ- মানুষের জীবন অমূল্য। সেই জীবনের প্রথম ভাগে অর্থাৎ বাল্যকালে বিদ্যা উপার্জন না করিলে এবং দ্বিতীয় ভাগে অর্থাৎ যৌবনকালে অর্থ উপার্জন না করিলে, তৃতীয় বা প্রৌঢ়কালে পুণ্য সঞ্চয় না করিলে, চতুর্থ্যে অর্থাৎ বৃদ্ধকালে আর কিছু করার উপায় থাকে না। অর্থাৎ, দুর্লভ মানব-জীবন বৃথাই নষ্ট হয়। অতএব বুদ্ধিমান বিবেকী যথাকালে বিদ্যা, ধন এবং পুণ্য সংগে অর্থাৎ ধর্মকার্যে অবশ্যই সচেষ্ট হইবেন।।

ধনানি জীবিতৈঋব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ। সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি।। ৩৬

সরলার্থঃ- প্রাজ্ঞ সজ্জন ব্যক্তি নিজের ধন, জন, এমন-কি জীবন পর্যন্ত পরোপকারের জন্য ত্যাগ করিয়া থাকেন। কারণ ধন ও জীবন একান্ত ক্ষণস্থায়ী। কাজেই তাহা সংকার্যে ত্যাগ করাই বরং শ্রেয়ঃ।।

অহো বত বিচিত্রাণি চরিত্রাণি মহাত্মনাম্।
লক্ষ্মীং তৃণায় মন্যন্তে তদ্বারেন নমন্তি চ।। ৩৭

সরলার্থঃ- মহৎ ব্যক্তিদের চরিত্র বড়ই অদ্ভুত, তাহা বুঝা কঠিন। কারণ তাঁহারা তাহাদের ঐশ্বর্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ে অবনত হইয়া থাকেন এবং বিশাল সম্পত্তিকে তৃণের ন্যায় মনে করেন।।

তে পুত্রা যে পিতুর্ভক্তাঃ স পিতা যস্তু পোষকঃ।
তন্মিত্রং যত্র বিশ্বাসঃ সা ভাৰ্য্যা যত্র নিবৃতিঃ।। ৩৮

সরলার্থঃ- যাহারা পিতৃ-মাতৃ ভক্ত তাহারা ই প্রকৃত পুত্র। যাঁহারা সন্তানকে যথাযথ শিক্ষা দিয়া লালন-পালন করেন, তাঁহারা ই প্রকৃত পিতা-মাতা। যাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, তিনিই প্রকৃত মিত্র এবং যে স্ত্রীতে শান্তিলাভ করা যায়, তিনিই যথার্থ স্ত্রী।।

সাধুনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতা হি সাধবঃ। তীর্থং
ফলতি কালেন সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ।। ৩৯

সরলার্থঃ- সাধুগণ তীর্থতুল্য; অতএব তাঁহাদের দর্শনেই পুণ্য হয়, আবার তীর্থদর্শনেও পুণ্য হয়। কিন্তু তীর্থদর্শনে পুণ্যফল বিলম্বে হয়। আর সাধুসঙ্গের ফল তৎক্ষণাৎ হইয়া থাকে।।

সংসঙ্গঃ কেশবে ভক্তির্গঙ্গান্তসি নিমজ্জনম্।
অসারে খলু সংসারে স্ত্রীণি সারাণি ভাবয়েৎ।। ৪০

সরলার্থঃ- এই অনিত্য সংসারে সাধুসঙ্গে বাস করা, শ্রীভগবানে একান্ত ভক্তি করা এবং গঙ্গাজলে স্নান করা এই তিনটিই শ্রেষ্ঠ কর্ম বলিয়া জানিবে।।

**শারীরস্য গুণানাঞ্চ দূরমত্যন্তমন্তরম্। শরীরং
ক্ষণবিধ্বংসি কল্পান্তস্থায়িনো গুণাঃ।। ৪১**

সরলার্থঃ- মানুষের শরীর এবং গুণ এই দুইটিতে অনেক ব্যবধান। কারণ শরীর অল্পকালেই নষ্ট হয়। কিন্তু সদৃশ্য অর্থাৎ সুনাম (নামযশ) চিরকাল বর্তমান থাকে।

**মনস্যান্যদ্বচস্যান্য কর্মণ্যন্যদুদাত্মনাম্।
মনস্যেকং বচস্যেকং কর্মণ্যেকং মহাত্মনাম্।। ৪২**

সরলার্থঃ- দুর্জন ব্যক্তিদের মনে এক প্রকার ভাব, কথায় এবং কাজে বিপরীত ভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু সজ্জন ব্যক্তিদের মনে, কথায় ও কার্যে একই রকম ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।।

**ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ।
ব্যবহারেণ জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা।। ৪৩**

সরলার্থঃ- এই সংসারের কেহ কাহারও মিত্র বা শত্রু নহে। মানুষের ব্যবহারেই শত্রু ও মিত্র সৃষ্টি হয়। যাহার আচরণে মঙ্গল হয়, তাহাকে মিত্র এবং যাহার আচরণে অমঙ্গল হয়, তাহাকে শত্রু বলিয়া অগত হইবে।।

**ক্ষময়া দয়য়া প্রেম্যা সুনূতেনার্জবেন চ। বশী-
কুর্যাৎ জগৎ সর্বং বিনয়েন চ সেবয়া।। ৪৪**

সরলার্থঃ- ক্ষমা, দয়া, ভালবাসা, সত্যকথা, সরলতা, বিনয় ও সেবা দ্বারা সমগ্র জগতকে বশীভূত করা যায়। অর্থাৎ, এই সকল সদৃশ্যে বিভূষিত হইলে জগতের সকল লোক তাহার বশীভূত হয় এবং ভালবাসে।।

প্রিয়বাক্য-প্রদানেন সর্বতুষ্ণান্তি জন্তবঃ।

তস্মাত্তদেব বক্তব্যং বচনে কিং দরিদ্রতা।। ৪৫

সরলার্থঃ- মিষ্টকথা ও ব্যবহারে জগতের সকল প্রাণীই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। অতএব সকলের সহিত মধুর ব্যবহার করাই কর্তব্য। প্রিয়বাক্য বলাতে তো কোন অর্থ ব্যয় হয় না, সুতরাং ভাল কথায় বা ব্যবহারে কৃপণতা করিয়া লাভ কি?

পাপেহপ্যাপাং পুরুষেহভিধত্তে প্রিয়াণি যঃ।

মৈত্রীদ্রবান্তঃকরণস্তস্য স্বর্গ ইহৈব হি।। ৪৬

সরলার্থঃ- অপকারীর সহিতও যে ভাল ব্যবহার করে, দুর্বাক্য বলিবার সময়ও যে মধুর ভাষা ব্যবহার করে এবং যাহার হৃদয় সর্বদা ভালবাসায় পরিপূর্ণ। এই সংসারই তাহার নিকট স্বর্গতুল্য।।

অর্থনাশং মনস্তাপং গৃহে দুশ্চরিতানি চ।

বঞ্চনঞ্চাপমানঞ্চ মতিমান্ ন প্রকাশয়েৎ।। ৪৭

সরলার্থঃ- বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের অর্থক্ষতি, মনস্তাপ, নিজ গৃহের দোষত্রুটি, নিজে প্রতারণিত হওয়া এবং নিজ অপমানের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না। কারণ তাহাতে লোকচক্ষে আরও উপহাসিত হইতে হয়।।

পরোপকরণং যেষাং জাগর্তি হৃদয়ে সতাম্।

নশ্যন্তি বিপদস্তেষাং সম্পদঃ স্যুঃ পদে পদে।। ৪৮

সরলার্থঃ- যে সং ব্যক্তির হৃদয়ে সর্বদা পরোপকারের বাসনা বর্তমান, তাহার সমস্ত বিপদ নষ্ট হয় এবং প্রতি পদে পদে সম্পদ লাভ হইয়া থাকে।।

ধনিক শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যশ্চ পঞ্চমঃ।

পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসং ন কারয়েৎ॥ ৪৯

সরলার্থঃ- যে স্থানে সৎ রাজা, ব্রাহ্মণ, ধনী, নদী এবং উপযুক্ত চিকিৎসক নাই, সেখানে বসবাস করা উচিত নহে॥

যস্মিন্ দেশে ন সম্মানো ন বৃত্তির্ন চ বান্ধবঃ। ন চ

বিদ্যাগমঃ কশ্চিৎ তৎ দেশং পরিবর্জয়েৎ॥ ৫০

সরলার্থঃ- যে দেশে সম্মান নাই, অর্থলাভ করার উপায় নাই, মিত্রলাভ ও বিদ্যা অর্জনের সম্ভাবনা নাই, এমন দেশে বসবাস করিবে না॥

মনসা চিন্তিতং কর্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ।

অন্যালক্ষিত কার্যস্য যতঃ সিদ্ধির্ন জায়তে॥ ৫১

সরলার্থঃ- অবশ্য কর্তব্য কর্ম নিজ নিজ মনেই স্মরণে রাখিবে, অন্য কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করিবে না। কারণ কাজ করিবার পূর্বেই অন্য লোকে তাহা জানিতে পারিলে সেই কাজ সিদ্ধ হয় না॥

দৃষ্টিপূতং ন্যাসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।

শাস্ত্রপূতং বদেদ্বাক্যং মনঃপূতং সমাচরেৎ॥ ৫২

সরলার্থঃ- পথ ভাল করিয়া দেখিয়া তবে পদক্ষেপ করিবে, বস্ত্রে ছাঁকিয়া জল পান করিবে। আর শাস্ত্র-যুক্তি মত কথা বলিবে এবং নিজের বিবেকে বিচার করিয়া যাহা ভাল বলিয়া বুঝিবে সেইরূপ কার্যই করিবে॥

ঋণশেষোহগ্নিশেষশ্চ ব্যাধিশেষস্তথৈবচ। পুনশ্চ
বর্দ্ধতে যস্মাৎ তস্মাৎ শেষং ন কারয়েৎ॥ ৫৩

সরলার্থঃ- ঋণের শেষ, অগ্নির শেষ এবং ব্যাধির শেষ কখনও অবশিষ্ট রাখিবে না। যেহেতু অবশিষ্ট কিছু থাকিলে উহা পুনরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বিশেষ ক্ষতিকর হয়। অতএব উহাদিগকে সমূলেই ধ্বংস করা কর্তব্য।।

মূর্খা যত্র ন পূজ্যন্তে ধান্যং যত্র সুসঞ্চিতম্।
দম্পত্যোঃ কলহো নাস্তি তত্র শ্রীঃ স্বয়মাগতা॥ ৫৪

সরলার্থঃ- যে স্থানে মূর্খ-দুষ্টি ব্যক্তি আদর পায় না, ধন-ধান্য, সম্পত্তি সর্বদা সঞ্চিত থাকে এবং স্বামী-স্ত্রীতে কোন বিবাদ নাই তাঁহারা একসঙ্গে সম্ভাব্যে মিলিয়া মিশিয়া থাকেন, সেখানে মাতা লক্ষ্মীদেবী নিজেই আসিয়া থাকেন।।

অস্তি পুত্রো বশে যস্য ভৃত্যো ভাৰ্য্যা তথৈবচ। অভাবে
অতি সন্তোষঃ স্বৰ্গস্থোহসৌ মহীতলে॥ ৫৫

সরলার্থঃ- যাঁহার পুত্র-কন্যা সতত আজ্ঞাধীন, স্ত্রী ও ভৃত্য সর্বদা অনুগত এবং অভাবেও যিনি মনে দুঃখ না করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন, তিনিই এই সংসারে থাকিয়া স্বর্গসুখ লাভ করিয়া থাকেন।।

দুষ্টো ভাৰ্য্যা শঠং মিত্র ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ। সসর্পে
চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥ ৫৬

সরলার্থঃ- যাহার স্ত্রী অসতী, বন্ধু প্রবঞ্চক, ভৃত্য মুখের উপর তর্ক করে এবং সর্বদা যাহার গৃহে সর্প বাস করে, তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত।।

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি, ভাৰ্য্যা চ অপ্রিয়বাদিনী।

অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্।। ৫৭

সরলার্থঃ- যাহার গৃহে মাতা নাই, স্ত্রী সর্বদা অপ্রিয় কথা বলে, তাহার পক্ষে বনে যাওয়াই উচিত। কারণ তাহার পক্ষে গৃহ ও বন উভয়ই সমান। বরং অরণ্যই তাহার পক্ষে অধিকতর শান্তিপ্ৰদ হইয়া থাকে।।

কোকিলানাং স্বরো রূপং নারীরূপং পতিব্রতম্।

বিদ্যা রূপং কুরুপানাং ক্ষমা রূপং তপস্বিনাম্।। ৫৮

সরলার্থঃ- কোকিলের মধুর স্বর, স্ত্রীলোকের সতীত্ব ও পতিব্রত, কু-রূপের শাস্ত্রজ্ঞান এবং সাধু-সন্ন্যাসীদের ক্ষমাগুণই শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।।

একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যং প্রবোধয়েৎ।

পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্রব্যং যদত্ৰা সোহঋণী ভবেৎ।। ৫৯

সরলার্থঃ- একটি মাত্র অক্ষরও যদি গুরু শিষ্যকে শিক্ষা দিয়া থাকেন, পৃথিবীতে এমন কোন জিনিস নাই, যাহার দ্বারা শিষ্য গুরুর সেই ঋণ শোধ করিতে পারেন। অর্থাৎ গুরুর নিকট অঋণী হওয়া যায় না। সুতরাং আজীবন গুরুর প্রতি শিষ্যের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।।

গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।

পতিরেকো গুরু স্ত্রীণাং সর্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ।। ৬০

সরলার্থঃ- ব্রাহ্মণদের গুরু হচ্ছেন অগ্নি, চারি বর্ণের গুরু হলেন ব্রাহ্মণ, স্বামীই স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ গুরু এবং অতিথিই হচ্ছেন সর্বত্র সর্ব অবস্থায় গুরু।।

নির্গুণস্য হতং রূপং দুঃশীলস্য হতং কুলম্।
অসিদ্ধস্য হতা বিদ্যা হাভোগেন হতং ধনম্।। ৬১

সরলার্থঃ- গুণহীন ব্যক্তির রূপ বিকল, অসৎ ব্যক্তির দ্বারা উচ্চকুল অবনত হয়। কদাচারীর বিদ্যালাভ বিফলই হইয়া থাকে এবং কৃপণের ভোগহীন ধন নিরর্থক হয়।।

অতি দর্পে হতা লঙ্কা অতি মানে চ কৌরবাঃ। অতি
দানে বলিবর্দ্ধঃ সর্বম্ অত্যন্তম্ গর্হিতম্।। ৬২

সরলার্থঃ- অতি অহঙ্কারে লঙ্কার রাবণ সবংশে নিহত হয়েছে, অতি অভিমানে কুরুবংশ ধ্বংস হয়েছে এবং অতি দানে বলিরাজা পাতালে বদ্ধ ছিলেন। সুতরাং কোন কিছুরই অত্যন্ত বেশী বাড়াবাড়ি ভাল হয় না।

স জীবতি গুণা যস্য ধর্মো যস্য স জীবতি। গুণ-
ধর্মবিহীনস্য জীবনং নিষ্প্রয়োজনম্।। ৬৩

সরলার্থঃ- নিজ সদ্বশুণে এবং ধর্মাচরণের প্রভাবে গুণী ও ধার্মিক ব্যক্তি চিরকাল মানুষের স্মৃতিতে জীবিত থাকেন। আর অজ্ঞানী ও ধর্মহীন ব্যক্তির জীবনের কোন সার্থকতা নাই।

শৈলে শৈলে ন মানিক্যং মৌক্তিকং ন গজে গজে।
সাধবো নহি সর্বত্র চন্দনো ন বনে বনে।। ৬৪

সরলার্থঃ- সকল পর্বতে মণিমানিক্য থাকে না, প্রতি হস্তীর মস্তকে মুক্তাও থাকে না। সকল জায়গায় সাধু মিলে না এবং সকল বনেও চন্দন কাষ্ঠ থাকে না। অর্থাৎ, শ্রেষ্ঠ জিনিস অতি বিরল।।

কুলীনৈঃ সহ সম্পর্কং পণ্ডিতৈঃ সহ মিত্রতাম্।
জ্ঞাতিভিঃ সমং মেলং কুর্বাণো ন বিনশ্যতি।। ৬৫

সরলার্থঃ- উচ্চবংশের সহিত সম্বন্ধ, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তির সহিত মিত্রতা এবং নিজ জ্ঞাতিবর্গের সহিত যিনি সর্বদা মিলিত থাকেন, তিনি কখনও বিনাশপ্রাপ্ত হন না।।

শান্তিতুল্যং তপো নাস্তি ন সন্তোষাৎ পরং সুখম্। ন
তৃষ্ণায়াঃ পরো ব্যাধিন চ ধর্মো দয়াসমঃ।। ৬৬

সরলার্থঃ- শান্তির তুল্য তপস্যা নাই, সন্তোষ অপেক্ষা সুখও সংসারে নাই, অত্যধিক বিষয়-বাসনার চেয়ে ভয়ানক ব্যাধি নাই এবং দয়ার তুল্য ধর্মও জগতে নাই।।

দুর্বলস্য বলং রাজা বালানাং রোদনং বলম্। বলং
মূর্থস্য মৌনিত্বং চৌরাণামনৃতং বলম্।। ৬৭

সরলার্থঃ- দুর্বলের বল হইতেছেন রাজা, বালক-বালিকার বল হইতেছে ক্রন্দন, মূর্খের বল হইতেছে নির্বাক থাকা এবং চোরদের মিথ্যাকথা বলাই একমাত্র বল।।

অন্নদাতা ভয়ত্রাতা কন্যাদাতা তথৈব চ।
জনয়িতা উপনীতা চ পৈতৃতে পিতরঃ স্মৃতা।। ৬৮

সরলার্থঃ- যিনি ক্ষুধায় অন্নদান করেন, ভয়ে যিনি রক্ষা করেন, যিনি নিজ কন্যাকে সম্প্রদান করেন, যিনি জন্মদাতা এবং যিনি পৈতাদাতা অর্থাৎ যিনি উপনয়ন দান করেন বা শিক্ষাদান করেন এই পাঁচজন শাস্ত্রোক্ত পিতা।।

আত্মমাতা গুরোঃ পত্নী, ব্রাহ্মণী রাজপত্নিকা।
ধেনুধাত্রী তথা পৃথ্বী সপ্তৈতা মাতরঃ স্মৃতা।। ৬৯

সরলার্থঃ- নিজের জননী, গুরুর স্ত্রী, ব্রাহ্মণের পত্নী, রাজার স্ত্রী অর্থাৎ রানীমাতা, দুগ্ধদাত্রী গাভী এবং ধাত্রী, আর এই পৃথিবী- এই সাতজন শাস্ত্রোক্ত মাতা।।

সিংহাদেকং বকাদেকং ষট্ শুনস্বিণি গর্দভাৎ।
বায়সাং পঞ্চ শিষ্মেত চত্বারি কুক্কুটাদপি।। ৭০

সরলার্থঃ- সিংহের নিকট একটি গুণ, বকের নিকট একটি গুণ, কুকুরের নিকট ছয়টি গুণ, গর্দভের নিকট তিনটি গুণ, কাকের নিকট পাঁচটি গুণ এবং মোরগের নিকট হইতে চারটি গুণ শিক্ষা করিবে।।

সর্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য বকবং পণ্ডিতো জনঃ। দেশ-
কালোপ-পন্নীনি সর্বকার্যাণি সাধয়েৎ।। ৭১

সরলার্থঃ- পণ্ডিত ব্যক্তি বকের ন্যায় ইন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া স্থান ও কালোপযোগী প্রয়োজনীয় কর্ম সকল সম্পাদন করিবেন-বকের নিকট এইটি শিক্ষা করিবেন।

প্রভূতমল্লং কার্যাং বা যো নরঃ কর্তৃ মিচ্ছতি।
সর্বারম্ভেণ তৎ কুর্যাৎ সিংহাদেকং প্রকীর্তিতম্।। ৭২

সরলার্থঃ- মানুষ ছোট বা বড় যে কোন কার্যই করিতে ইচ্ছা করুক না কেন, তাহা অতি যত্নে সম্পাদন করা কর্তব্য। ছোট বলিয়া কোন কাজ অবজ্ঞা করা উচিত নহে। সিংহ ছোট কাজ বলিয়া কোন কাজ তুচ্ছ মনে করে না। সেজন্য সিংহের নিকটই এই একটি গুণ শিক্ষা করিতে হয়।।

যুদ্ধঞ্চ প্রাতঃখানং ভোজনং সহ বন্ধুভিঃ।

স্ত্রিয়মাপদ্যাতাং রক্ষ্যেৎ চতুঃ শিক্ষেত কুকুটাৎ॥ ৭৩

সরলার্থঃ- যুদ্ধ-পটুতা, ভোরে ঘুম থেকে উঠা, মিত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া আহার করা, বিপদে পতিতা স্ত্রীকে রক্ষা করা- এই চারটি গুণ মোরগের নিকট শিক্ষা করিবে॥

অবিশ্রামং বহেদ্রারং শীতোষ্ণং ন চ বিন্দতি।

সসন্তোষস্তথা নিত্যং ত্রীণি শিক্ষেত গর্দভাৎ॥ ৭৪

সরলার্থঃ- গর্দভ বিশ্রাম না করিয়া সর্বদা ভার বহন করে, শীত বা গ্রীষ্মে সর্বদা সমানভাবে কাজ করে এবং সকল সময়ই সন্তুষ্ট থাকে-ইহাই গর্দভের শ্রেষ্ঠ গুণ। অতএব এই তিনটি গুণ উহার নিকট শিক্ষা করিবে॥

লক্ষ্যৈকদৃষ্টিতাং ধ্যেৎ কালে কালে চ সংগ্রহম্।

অপ্রমাদনালস্যং পঞ্চ শিক্ষেত বায়সাৎ॥ ৭৫

সরলার্থঃ- লক্ষ্য বস্তুতে তীব্র দৃষ্টি রাখা, লজ্জা ও ভয় শূন্য হওয়া, যথাসময়ে সংগ্রহ করা, সর্বদা সর্ব বিষয়ে সতর্ক থাকা এবং আলস্য না করা এই পাঁচটি কাকের বিশেষ গুণ। অতএব কাকের নিকট এই পাঁচটি গুণ শিক্ষা করিবে॥

বহ্বাশী স্বল্পসন্তুষ্টঃ সুনিদ্রঃ শীঘ্রচেতনঃ।

প্রভুভক্তশ্চ শূরশ্চ জ্ঞাতব্যঃ ষট্ শুনো গুণাঃ॥ ৭৬

সরলার্থঃ- বহু ভোজন করিতে পারিলেও স্বল্প খাদ্য পাইলেও সন্তুষ্ট হয়। সহজেই নিদ্রা যায়, অর্থাৎ শুইবা মাত্রই ঘুমাইয়া পড়ে, কিন্তু অল্প শব্দ হইলেই জাগিয়া উঠে, প্রভুর একান্ত অনুগত, অত্যন্ত হিতকাঙ্ক্ষী এবং সাহসী ও বীর -এই ছয়টি কুকুরের মহৎ গুণ। অতএব এই সকল গুণ তাহার নিকট হইতে শিক্ষা করিবে॥

**অপদাং কথিতঃ পন্থা ইন্দ্রিয়ানাম-সংযমঃ। তজ্জয়ঃ
সম্পদাং মার্গো যেনেষ্টে তেন গম্যতাম্।। ৭৭**

সরলার্থঃ- চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে দমন বা সংযত করিতে না পারাই সমস্ত বিপদের কারণ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। আর তাহাদিগকে সংযত করাই সকল সুখের এবং মঙ্গলের পথ বলা হইয়াছে। অতএব যে-পথ মঙ্গলের কারণ, সেই পথেই সকলের চলা উচিত।

**কোহতিভারঃ সমর্থানাং কিং দূরং ব্যবসায়িনাম্। কো
বিদেশঃ স বিদ্যানাং কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাম্।। ৭৮**

সরলার্থঃ- সমর্থ বা বলবান ব্যক্তির কাছে অতিরিক্ত ভার বলিয়া কিছুই নাই, উদ্যোগী মানবের নিকট কোথাও দূর নয়। আর বিদ্বান ব্যক্তির নিকট বিদেশ নাই অর্থাৎ দেশ বিদেশ সবই সমান এবং প্রিয় ও মিত্রভাষীদের কেহ শত্রু নাই।

**যো ধ্রুবাণি পরিত্যাজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে।
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেব হি।। ৭৯**

সরলার্থঃ- যে ব্যক্তি নিশ্চিত বস্তু পরিত্যাগ করিয়া অনিশ্চিত বস্তু পাইতে ইচ্ছা করে, তাহার নিশ্চিত বস্তুও নষ্ট হয়। আর অনিশ্চিত বস্তু তো নষ্ট হইয়াই আছে।।

**ন চ বিদ্যাসমো বন্ধুর্ন চ ব্যাধিসমো রিপুঃ। ন
চাপত্যসমঃ স্নেহো ন চ দৈবাৎ পরং বলম্।। ৮০**

সরলার্থঃ- বিদ্যার সমান বন্ধু আর নাই; রোগের তুল্য শত্রুও আর নাই। সন্তানের ন্যায় ভালবাসা নাই এবং দৈববল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলও দ্বিতীয় নাই।।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।

শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু পণ্ডিতঃ সমবস্থিতঃ।। ৮১

সরলার্থঃ- জ্ঞানী ব্যক্তি শত্রু ও মিত্রের সহিত সমান ব্যবহার করেন এবং মান-অপমানেও বিরূপ হন না। শীত ও গ্রীষ্ম একই ভাবে উপভোগ করেন। সুখে ও দুঃখে একরূপেই থাকেন অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই তাঁহাদের মন বিব্রত হয় না।

সমুদ্রাবরণা পৃথ্বী প্রাকারাবরণং গৃহম্।

নরেন্দ্রাবরণো দেশশচরিত্রাবরণাঃ স্থিয়ঃ।। ৮২

সরলার্থঃ- পৃথিবীর আবরণ সমুদ্র অর্থাৎ তদ্বারা বেষ্টিত, গৃহের আবরণ প্রাচীর অর্থাৎ তাহা দ্বারা রক্ষিত। দেশের আবরণ রাজা, অর্থাৎ তৎ কর্তৃক সুরক্ষিত এবং স্ত্রীলোকের আবরণ সতীত্ব বা সচ্চরিত্র অর্থাৎ স্ত্রীলোক নিজের সতীত্ব দ্বারাই রক্ষিত হইয়া থাকে।।

অনিত্যানি শরীরানি বিভবো নৈব শাস্বতঃ। নিত্যং

সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্তব্যো ধর্মসঞ্চয়ঃ।। ৮৩

সরলার্থঃ- মানবের দেহ-সকল বিনাশশীল, ধন-সম্পত্তিও চিরস্থায়ী নহে। মৃত্যু যে কোন সময় হইতে পারে। অতএব বিবেকী ব্যক্তির ধর্মোপার্জন সত্বর করা অবশ্য কর্তব্য।।

নাস্তি বিদ্যাসমং চক্ষুঃ নাস্তি সত্যসমং তপঃ।

নাস্তি রাগসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সুখম্।। ৮৪

সরলার্থঃ- বিদ্যার সমান চক্ষু নাই, বিদ্যাবলে অপ্রত্যক্ষ বিষয়সমূহও অবগত হইতে পারা যায়। সমস্ত তপস্যার মধ্যে সত্যপালনই শ্রেষ্ঠ তপস্যা। বিষয়ে আসক্তির ন্যায় দুঃখও আর নাই এবং এই সংসারে ত্যাগের তুল্য সুখও দ্বিতীয় কিছু নাই।।

বহুভির্মুখ সংঘাতৈরন্যোন্মাদ পশুবৃত্তিভিঃ।

প্রচ্ছাদ্যন্তে গুণাঃ সৰ্বৈ মেঘৈরিব দিবাকরঃ।। ৮৫

সরলার্থঃ- সূর্য যেমন আকাশে মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হন, সেইরূপ পশুর তুল্য মূর্খসমূহের দ্বারা গুণী ব্যক্তির গুণ সমূহ আচ্ছাদিত হয় অর্থাৎ মেঘতুল্য দোষের আড়ালে পড়িয়া থাকে।।

বরং প্রাণপরিত্যাগো মানভঙ্গেন জীবনাৎ।

প্রাণত্যাগে ক্ষণং দুঃখং মানভঙ্গে দিনে দিনে।। ৮৬

সরলার্থঃ- সমাজে মান-সম্মান রক্ষা না হইলে বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মরণই ভাল। যেহেতু মরণে অল্প কালই মাত্র কষ্ট হয়। কিন্তু সম্মান নষ্ট হইলে প্রতিদিন অর্থাৎ জীবিতকাল পর্যন্ত দুঃখ পাইতে হয়।।

সা ভাৰ্য্যা যা শুচিদক্ষা সা ভাৰ্য্যা যা পতিব্রতা। সা

ভাৰ্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভাৰ্য্যা যা প্রিয়ংবদা।। ৮৭

সরলার্থঃ- যে স্ত্রী সদাচার সম্পন্ন এবং কার্যে নিপুণ; যাহার ধর্মই পতিসেবা, স্বামীর সুখ ও দুঃখ যে সমানভাবে উপভোগ করে এবং সর্বদা প্রিয়বাদিনী এইরূপ স্ত্রীকেই উত্তম ভাৰ্য্যা বলিয়া থাকে।

শীলেন হি ব্রয়ো লোকাঃ শক্যা জ্যেতুং ন সংশয়। নহি

কিঞ্চিদ সাধ্যং বৈ লোকে শীলবতাং ভবেৎ।। ৮৮

সরলার্থঃ- সচ্চরিত্র বলে ত্রিভুবন জয় করিতে পারা যায় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সচ্চরিত্র গুণে সকলেই তাহাকে মান্য করে। তাহার পক্ষে এই জগতে কিছুই অসাধ্য নাই।।

অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। গৃহীত এব কেশেষ মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ॥ ৮৯

সরলার্থঃ- জ্ঞানী ব্যক্তি বিদ্যা ও অর্থ উপার্জনের সময় নিজেকে অজর ও অমর মনে করিয়া বিদ্যার্জন এবং অর্থ উপার্জন করিবেন। আর ধর্ম উপার্জনের সময় মৃত্যু যেন আমার কেশ ধারণ করিয়া আছে অর্থাৎ মৃত্যু অতি সন্নিকট এইরূপ চিন্তা করিয়া ধর্ম-কর্ম করিবেন। আলস্যে সময় নষ্ট করিবেন না॥

অনেক সংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শনম্। সর্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ॥ ৯০

সরলার্থঃ- যাহার দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, সত্য-মিথ্যা, শুভ ও অশুভ, পাপ ও পুণ্য বহুবিধ সংশয় দূরীভূত হয় এবং যাহা দ্বারা প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ বিষয় অনুভব করা যায় সকলের চক্ষুস্বরূপ সেই শাস্ত্রজ্ঞান যাহার নাই, সেই প্রকৃত অন্ধ॥

নাপ্রাপ্যমভিবাঞ্ছন্তি নষ্টং নেচ্ছন্তি শোচিতুম্। আপৎস্বপিন মুহ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ॥ ৯১

সরলার্থঃ- প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি দুঃসাপ্য বস্তু পাইতে আকাঙ্ক্ষা করেন না, বিনষ্ট বস্তুর জন্যও শোক করেন না এবং বিপদেও ধৈর্যহারা হন না॥

তস্বরস্য কুতো ধর্মো দুর্জনস্য কুতঃ ক্ষমা। কৃপণস্য কুতো দানং কুতঃ সত্যঞ্চ লোভিনাম্॥ ৯২

সরলার্থঃ- চোরের কখনও ধর্ম অর্জন করা সম্ভব হয় না, আর দুর্জনের ক্ষমা গুণ থাকে না। কৃপণ ব্যক্তি কি কখনও দান করিতে পারে? আর লোভী ব্যক্তিও কখনও সত্য পালনে সমর্থ হয় না॥

শোকস্থান সহস্রানি ভয়স্থান-শতানি চ। দিবসে
দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্।। ৯৩

সরলার্থঃ- জগতে সহস্র সহস্র শোকের কারণ এবং শত শত ভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়া প্রতিদিন মূঢ় অর্থাৎ অববেকী ব্যক্তিকেই অভিভূত করিয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিকে বিচলিত করিতে পারে না।।

অজীবনান্তাৎ প্রণয়াঃ কোপাস্তু ক্ষণভঙ্গুরাঃ।
পরিত্যাগাশ্চ নিঃসঙ্গা ভবন্তি হি মহাত্মনাম্।। ৯৪

সরলার্থঃ- মহাত্মা সাধুদিগের ভালবাসা জীবিত কাল পর্যন্ত একরূপই থাকে। কিন্তু ক্রোধ অল্পকালেই উপশম হয়। আর তাঁহাদের স্বার্থত্যাগ নিশ্চয়ই আকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া থাকে।।

জ্ঞানীয়াৎ প্রেষণে ভূত্যান্ বন্ধবান্ ব্যসনাগমে।
মিত্রঞ্চাপদি কালে চ ভার্য্যাঞ্চ বিভবক্ষয়ে।। ৯৫

সরলার্থঃ- দায়িত্বপূর্ণ কার্যে পাঠাইয়া ভূত্যদিগকে পরীক্ষা করিবে। আত্মীয়-স্বজনকে দুঃখের সময় অবগত হইবে। বিপদের সময় বন্ধুদিগকে পরীক্ষা করিবে এবং ধন-সম্পত্তি বিনাশ কালে স্বীয় স্ত্রীকে চিনিতে পারিবে। অর্থাৎ এই সব সময় ভূত্য, স্বজন, বন্ধু ও স্ত্রীর আচরণ লক্ষ্য করিলে তাহাদের প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিবে।।

সকৃদুষ্টৈঃ যো মিত্রং পুনঃ সন্ধাতুমিচ্ছতি। স
মৃত্যুমুপগৃহ্নাতি হস্তেন ভুজগং যথা।। ৯৬

সরলার্থঃ- নিজহস্তে সর্প গ্রহণ করিলে যেমন মৃত্যু সুনিশ্চিত, সেইরূপ যে মিত্র একবার শত্রু ব্যবহার করিয়াছে, তাহার সহিত পুনর্বার মিলন করিতে গেলে স্বহস্তে মরণকেই বরণ করা হয়।।

**লঘুনামপি সত্ত্বাণাং সমবাযো রিপুঞ্জয়ঃ।
বর্ষাধারাধরো মেঘস্তুণৈরপি নিবার্যতে॥ ৯৭**

সরলার্থঃ- অতি ক্ষুদ্র দুর্বল প্রাণীরাও একত্র মিলিত হইলে প্রবল শত্রুকেও জয় করিতে সমর্থ হয়। যেমন ক্ষুদ্র তৃণসমূহ একত্র মিলিত হইয়া বর্ষার প্রবল বারি বর্ষণকারী মেঘকেও নিবারণ করে (অর্থাৎ সরু, সরু খড় দ্বারা ঘর ছাওয়াইলেও বর্ষার জলধারা নিবারিত হয়)।

**যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিম্।
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণঃ কিং করিষ্যতি॥ ৯৮**

সরলার্থঃ- জ্ঞান-বুদ্ধিহীন ব্যক্তির শাস্ত্র পাঠে কোন ফলই হয় না। যেমন দৃষ্টিহীন অন্ধলোকের দর্পণ বা আয়নার কি প্রয়োজন? অর্থাৎ অন্ধের পক্ষে দর্পণে নিজের প্রতিকৃতি দেখাও যেমন অসম্ভব, সেইরূপ বুদ্ধিহীনের পক্ষে শাস্ত্রচর্চাও বিফল।।

**হস্তস্য ভূষণং দানং সত্যং কণ্ঠস্য ভূষণম্। কর্ণস্য
ভূষণং শাস্ত্রং ভূষণৈঃ কিং প্রয়োজনম্॥ ৯৯**

সরলার্থঃ- সং পাত্রে দানই হাতের শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকে। সত্যকথা বলাই কণ্ঠের শোভা, কর্ণের শোভা একমাত্র শাস্ত্র কথা শ্রবণেই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অতএব অন্য অলঙ্কার সমূহের আর প্রয়োজন কি?

**নদীনাঞ্চ নখিনাঞ্চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রধারিণাম্।
বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীযু রাজকুলেষু চ॥ ১০০**

সরলার্থঃ- বেগবতী নদী, নখযুক্ত প্রাণী, শৃঙ্গধারী প্রাণী, অস্ত্রধারী ব্যক্তি, রাজা অথবা রাজকর্মী এবং স্ত্রীলোককে কখনও বেশী বিশ্বাস করিবে না। করিলে বিপদের সম্ভাবনাই বেশী।।

পণ্ডিত বা বিদ্বান ব্যক্তির সকলই গুণ আর মূর্থের দ্রোষই সকল।
[এইজন্য মহত্স মহত্স মূর্থ আপেক্ষা একজন পণ্ডিতই প্রার্থ্য]।

চাণক্য নীতি ০৮



এক বেদ মন্ত্রের অধ্যয়ন, চিন্তন, মনন করা উচিত। যদি
পুরো মন্ত্রের চিন্তন মনন না করতে পারে তাহলে অধিক বা
একভাগ, যদি তাও না করতে পারে তাহলে এক অক্ষরই
প্রতিদিন অধ্যয়ন করা উচিত। ইহাই নীতি শাস্ত্রের আদেশ।

ঈশ্বর নীতি - ২/১৩



বেদ পেইজে যুক্ত
হতে স্ক্যান করুন।



প্রচারে: বেদ